পেট্রোলিয়াম আইন, ২০১৬

(২০১৬ সনের ৩২ নং আইন)

Petroleum Act, 1934 রহিতক্রমে কতিপয় সংশোধনসহ উহা পুনঃ প্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন

যেহেতু পেট্রোলিয়াম এবং অন্যান্য প্রজ্জ্বলনীয় পদার্থ আমদানি, পরিবহন, মজুদ, উৎপাদন, শোধন, মিশ্রণ বা প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে পুনঃব্যবহার উপযোগীকরণ, বিপণন ও বিতরণ সম্পর্কিত বিধান প্রণয়নকল্পে Petroleum Act, 1934 (Act No. XXX of 1934) রহিতক্রমে কতিপয় সংশোধনসহ উহা পুনঃপ্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :-

প্রথম অধ্যায়
প্রারম্ভিক

সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন

১। (১) এই আইন পেট্রোলিয়াম আইন, ২০১৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

সংজ্ঞা

২। বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে এই আইনে,-

(১) "আমদানি" অর্থ স্থল, জল বা আকাশপথে বাংলাদেশে পেট্রোলিয়াম আনয়ন;

(২) "আড়তদার (stockist)" অর্থ কোনো ব্যক্তি, যিনি, সরকারের অনুমোদনক্রমে, কোনো তৈল বিপণন কোম্পানি কর্তৃক প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণির পেট্রোলিয়াম মজুদের উদ্দেশ্যে, এবং এজেন্ট ও ডিলারদের মধ্যে বিতরণের কাজে আড়তদার হিসাবে নিয়োজিত;

(৩) "এজেন্ট" অর্থ তৈল বিপণন কোম্পানির ক্ষেত্রে, কোনো ব্যক্তি, যিনি, সরকারের অনুমোদনক্রমে, কোনো তৈল বিপণন কোম্পানি কর্তৃক দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণির পেট্রোলিয়ামের ব্যবসা করিবার উদ্দেশ্যে এজেন্ট হিসাবে নিয়োজিত;

(৪) "ডিলার" অর্থ কোনো ব্যক্তি, যিনি, সরকারের অনুমোদনক্রমে, কোনো তৈল বিপণন কোম্পানি কর্তৃক প্রথম শ্রেণির পেট্রোলিয়ামের ব্যবসা করিবার উদ্দেশ্যে

ডিলার হিসাবে নিয়োজিত;

(৫) "তৃতীয় শ্রেণির পেট্রোলিয়াম" অর্থ এমন পেট্রোলিয়াম যাহার জ্বলনাঙ্ক ৬২ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের নিম্নে নহে;

(৬) "তৈল বিপণন কোম্পানি" অর্থ সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কোম্পানি, সংস্থা বা অন্য কোনো ব্যক্তি, বা তদ্‌কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কোম্পানি, সংস্থা বা অন্য কোনো ব্যক্তি যাহার বাংলাদেশে পেট্রোলিয়াম বিপণনের অধিকার রহিয়াছে;

(৭) "দ্বিতীয় শ্রেণির পেট্রোলিয়াম" অর্থ এমন পেট্রোলিয়াম যাহার জ্বলনাঙ্ক অন্যূন ২৩ ডিগ্রি এবং অনধিক ৬১ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড;

(৮) "পরিবহন" অর্থ বাংলাদেশের মধ্যে স্থল, জল বা আকাশপথে এক স্থান হইতে অন্যস্থানে পেট্রোলিয়াম স্থানান্তরকরণ;

(৯) "পেট্রোলিয়াম" অর্থ তরল হাইড্রোকার্বন বা হাইড্রোকার্বনের মিশ্রণ, ও তরল হাইড্রোকার্বন সম্বলিত প্রজ্জ্বলনীয় পর্দা ও মিশ্রণ (তরল, আঠালো বা কঠিন);

(১০) "প্রথম শ্রেণির পেট্রোলিয়াম" অর্থ এমন পেট্রোলিয়াম যাহার জলনাঙ্ক ২৩ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের নিম্নে;

(১১) "প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক" অর্থ প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক, বাংলাদেশ (Chief Inspector of Explosives in Bangladesh);

(১২) "পেট্রোলিয়ামের জ্বলনাঙ্ক (flashing point)" অর্থ যে কোনো পেট্রোলিয়ামের ক্ষেত্রে, এমন পেট্রোলিয়াম যাহা-

(ক) সর্বনিম্ন তাপমাত্রায় এমন পরিমাণ বাষ্প উৎপন্ন করে যাহাতে প্রজ্জ্বলন প্রয়োগ করা হইলে উহা ক্ষণস্থায়ী ঝলক (Momentary flash) সৃষ্টি করে; এবং

(খ) এই আইন ও তদ্‌ধীন প্রণীত বিধি অনুসারে নির্ধারিত হয়;

(১৩) "ফৌজদারী কার্যবিধি" অর্থ Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No V of 1898);

(১৪) "বিধি" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(১৫) "ব্যক্তি" অর্থে যে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান, কোম্পানি, অংশীদারী কারবার, ফার্ম বা অন্য কোনো সংস্থাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(১৬) "মজুদকরণ"অর্থ কোনো স্থানে পেট্রোলিয়াম সংরক্ষণ করা, তবে পরিবহনের সময় কোনো স্থানে পেট্রোলিয়াম রাখা হইলে উহা ইহার অন্তর্ভুক্ত

হইবে না;

(১৭) "মোটরযান" অর্থ চালিকাশক্তি উৎপাদনে পেট্রোলিয়াম ব্যবহৃত হয় এমন কোনো জলযান, স্থলযান বা উড়োজাহাজ যাহার দ্বারা জল, স্থল বা আকাশপথে কোনো মানুষ, জীবজন্তু বা পণ্যসামগ্রী, পরিবহন করা হয়;

(১৮) "লাইসেন্স" অর্থ এই আইনের অধীন প্রদত্ত লাইসেন্স;

(১৯) "লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ" অর্থ ধারা ১১ এর অধীন গঠিত লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ।

আইনের প্রাধান্য

৩। আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইন বা আইনের মর্যাদাসম্পন্ন অন্য কোনো আইনগত দলিলে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলী প্রাধান্য পাইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
পেট্রোলিয়ামের উপর নিয়ন্ত্রণ

পেট্রোলিয়াম আমদানি, পরিবহন, মজুদ ও বিতরণ

৪। কোনো ব্যক্তি -

(ক) ধারা ৩১ এর অধীন প্রণীত বিধির বিধানবলী অনুসরণ ব্যতীত পেট্রোলিয়াম আমদানি, পরিবহন, মজুদ বা বিতরণ, বা

(খ) লাইসেন্স ও উহাতে বিধৃত শর্ত প্রতিপালন ব্যতীত প্রথম শ্রেণির পেট্রোলিয়াম আমদানি, এবং কোনো পেট্রোলিয়াম পরিবহন, মজুদ বা বিতরণ, করিতে পারিবে না।

পেট্রোলিয়াম উৎপাদন, শোধন, মিশ্রণ, ইত্যাদি

৫। ধারা ৩১ এর অধীন প্রণীত বিধির বিধানাবলী অনুসরণ ব্যতীত, পেট্রোলিয়াম উৎপাদন, শোধন, মিশ্রণ বা প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে পুনঃব্যবহার করা যাইবে না।

কতিপয় ক্ষেত্রে লাইসেন্সের প্রয়োজন হইবে না

৬। এই অধ্যায়ে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, নিম্ন বর্ণিত ক্ষেত্রে লাইসেন্সের প্রয়োজন হইবে না, যথা :-

(ক) অনধিক ২০০০ (দুই হাজার) লিটার পরিমাণ দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণির পেট্রোলিয়াম মজুদ বা পরিবহন :

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত পেট্রোলিয়াম ১০০০ (এক হাজার) লিটার বা উহার কম ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন পাত্রে সংরক্ষণ (contain) করিতে হইবে;

(খ) বিক্রয়ের উদ্দেশ্য ব্যতীত অনধিক ২৫ (পঁচিশ) লিটার পরিমাণ প্রথম শ্রেণির পেট্রোলিয়াম মজুদ, পরিবহন বা আমদানি:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত পেট্রোলিয়াম দৃঢ়ভাবে মুখ বন্ধ কোনো প্লাস্টিক, পাথর বা ধাতব পাত্রে নিম্নলিখিত পদ্ধতি অনুযায়ী সংরক্ষণ করিতে হইবে, যথা:-

(অ) প্লাস্টিক বা পাথরের পাত্রের ক্ষেত্রে ১ (এক) লিটার, এবং

(আ) ধাতব পাত্রের ক্ষেত্রে ২৫ (পঁচিশ) লিটার, পরিমাণের অধিক হইবে না;

(গ) বাহক (carrier) হিসাবে Railways Act, 1890 (Act No. IX of 1890) এর section 3 এর sub-section (6) এ সংজ্ঞায়িত railway administration এর হেফাজতে (possession) রাখা পেট্রোলিয়াম আমদানি বা পরিবহন।

মোটরযান বা স্থির ইঞ্জিনের (stationary engines) ক্ষেত্রে লাইসেন্স গ্রহণ হইতে অব্যাহতি

৭। (১) আপাতত বলবৎ কোনো আইন প্রতিপালনক্রমে নিবন্ধন ও লাইসেন্স গ্রহণ করা হইয়াছে এমন কোনো মোটরযানের স্বত্ত্বাধিকারী বা উহার চালক বা পাইলট বা, কোনো স্থির অন্তর্দাহ ইঞ্জিনের স্বত্ত্বাধিকারীর নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে লাইসেন্স গ্রহণ প্রয়োজন হইবে না, যদি-

(ক) মোটরযানের মধ্যে নিবিষ্ট অথবা অন্তর্দাহ ইঞ্জিনের সহিত সংযুক্ত জ্বালানি ট্যাংকে ধারণকৃত পেট্রোলিয়াম আমদানি, পরিবহন বা মজুদ করা হয়; বা

(খ) দফা (ক) এর অধীন অধিকারে রাখা পেট্রোলিয়ামের অতিরিক্ত অনূর্ধ্ব ৯০ (নববই) লিটার প্রথম শ্রেণির পেট্রোলিয়াম মজুদ বা পরিবহন করা হয়:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত পেট্রোলিয়াম মোটরযান বা ইঞ্জিনের চালিকাশক্তি উৎপাদনে ব্যবহারের জন্য হইতে হইবে;

(২) উক্ত স্বত্ত্বাধিকারীর অন্য কোনো মোটরযান বা ইঞ্জিন থাকা সত্ত্বেও, লাইসেন্স বিহীনভাবে ধারণকৃত প্রথম শ্রেণির পেট্রোলিয়াম মজুদের পরিমাণ দফা (খ)তে উল্লিখিত পরিমাণের অধিক হইবে না।

(৩) উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) এর অধীন লাইসেন্স ব্যতিরেকে প্রথম শ্রেণির পেট্রোলিয়াম মজুদ বা পরিবহনের ক্ষেত্রে ধারা ৬ এর দফা (খ) এর বিধান অনুসরণ করিতে হইবে, এবং উক্ত পেট্রোলিয়ামের পরিমাণ ৫ (পাঁচ) লিটারের বেশি হইলে, যে কক্ষ বা স্থানে লোক বসবাস বা কর্ম সম্পাদন করে বা জমায়েত হয় সেই স্থান হইতে বিচ্ছিন্ন স্থানে মজুদ করিতে হইবে।

প্রথম শ্রেণির পেট্রোলিয়ামের আধারে (receptacles) সতর্কবাণী প্রদর্শন

৮। (১) প্রথম শ্রেণির পেট্রোলিয়ামের সকল আধারের বাহিরতলে অথবা আধারের বাহিরতলে লিপিবদ্ধ করা দুষ্কর বা সম্ভব না হইলে উক্ত আধার যে স্থানে মজুদ রাখা হয় সেই স্থানে "পেট্রোল" বা "মোটর স্পিরিট" প্রথম শ্রেণির প্রকৃতির

পেট্রোলিয়ামের সহিত সমার্থক অনুরূপ কোনো সতর্কবাণী এমন সুস্পষ্ট অক্ষরে, খোদাই, অঙ্কন, ছাপা বা মুদ্রণ করিতে হইবে যাহাতে উহা সহজে দৃশ্যমান হয়।

(২) উপ-ধারা (১) এর বিধান নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না, যথা:-

(ক) ৯ (নয়) লিটারের কম ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন দৃঢ়ভাবে মুখ বন্ধ প্লাস্টিক, পাথর বা ধাতবের কোনো আধার যাহাতে বিক্রয়ের জন্য নহে এমন প্রথম শ্রেণির পেট্রোলিয়াম থাকে;

(খ) কোনো মোটরযানের মধ্যে নিবিষ্ট অন্তর্দাহ ইঞ্জিনের সহিত সংযুক্ত ট্যাংক যাহা মোটরযান বা ইঞ্জিনে চালিকাশক্তি উৎপাদনের উদ্দেশ্যে ব্যবহারের নিমিত্ত ধারণ করা হয়;

(গ) পেট্রোলিয়াম পরিবহনের পাইপলাইন;

(ঘ) সম্পূর্ণভাবে ভূগর্ভে স্থাপিত কোনো ট্যাংক; বা

(ঙ) সরকার কর্তৃক, সময় সময়, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই ধারার কার্যকারিতা হইতে অব্যাহতি প্রদানকৃত এইরূপ কোনো শ্রেণির আধার।

অব্যাহতি

৯। ৯৫ (পঁচানব্বই) ডিগ্রি সেলসিয়াস ও তদূর্ধ্ব জ্বলনাঙ্কের পেট্রোলিয়াম মজুদ, পরিবহন এবং আমদানির ক্ষেত্রে এই আইনের বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে না।

স্থান পরিদর্শন

১০। (১) সরকার কোনো কর্মকর্তাকে তাহার নাম বা পদবিতে, পেট্রোলিয়াম আমদানি, মজুদ, বিতরণ, উৎপাদন, শোধন, মিশ্রণ বা প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে পুনঃব্যবহারোপযোগীর স্থান বা পরিবহনরত যানে প্রবেশের, এবং এই অধ্যায় ও বিধির বিধানাবলী অনুসারে উক্ত পেট্রোলিয়ামের সহিত সংশ্লিষ্ট সকল ধারণপাত্র, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জামাদিতে যথাযথভাবে ব্যবহৃত হইতেছে কিনা উহা নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে উহা পরিদর্শনের ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রবেশ ও পরিদর্শনের কর্মপদ্ধতি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

তৃতীয় অধ্যায়
লাইসেন্স, ইত্যাদি

লাইসেন্স, ইত্যাদি

১১। (১) লাইসেন্স প্রদানের জন্য লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ হইবে প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক বা তদ্‌কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোনো বিস্ফোরক পরিদর্শক।